দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...07 MAY 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনার

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন করতে হবে — উপাচার্য

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

খুলনা, ৬ই মে ঃ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফিসারিজ এন্ড মেরিন রিসোর্স টেকনোলজি ডিসিপ্লিনের' উদ্যোগে গত ৩রা মে 'ফিসারিজ রিসোর্সেস অফ বাংলাদেশ' উইথ পার্টিকুলার রেফারেন্স টু সাউথ ওয়েষ্টার্ন রিজিয়ন এন্ড দি রোল অফ খুলনা ইউনিভার্সিটি ইন হটস ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনে আয়োজিত দিনব্যাপী এ সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ডঃ এস,এম নজরুল ইসলাম। ফিসারিজ ডিসিপ্লিন প্রধান প্রফেসর ডঃ এস,এম শাহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর এ, কে, এম আমিনুল হক, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর সরদার আবদুর রাজ্জাক। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আবদুল মতিন ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আমিনুল ইসলাম। স্বাগত ভাষণ দেন ডঃ খায়রুল আজম ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সহকারী অধ্যাপক এম,এ হালিম মিয়া।

উপাচার্য প্রসেফর ড এস,এম নজরুল ইসলাম তার বক্তব্যে বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন করতে হবে।

তিনদিনব্যাপী ভর্তি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ১১ই মে থেকে

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৭–৯৮ শিক্ষাবর্ষে প্রথমবর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ১১টি ডিসিপ্লিনের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১১, ১২ ও ১৩ই মে অনুষ্ঠিত হবে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন। ৪শ' আসনে ৬ হাজার আবেদনকারীর মধ্য থেকে প্রাথমিক বাছাইশেষে যোগ্য প্রার্থীদের একটি তালিকা নোটিশ বোর্ডে টানিয়ে দেয়া হয়েছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ডঃ এস,এম নজরুল ইসলাম জানান, এবার ভর্তি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিগত ৭টি শিক্ষাবর্ষে একটি কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটির মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষাসহ সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। চলতি বছর ভর্তি পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি স্কুলের আওতায় পৃথক ব্যবস্থাপনায়।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কোটা পদ্ধতি নেই। কেবলমাত্র সীমিত সংখ্যক আসন রয়েছে উপজাতীয়, বিদেশী ছাত্র ও প্রতিরক্ষা বিভাগে চাকুরিরত ছাত্রদের জন্য।

পরীক্ষা পদ্ধতি অত্যন্ত আধুনিক ও গোপনীয়। কম্পিউটারের মাধ্যমে মেধা তালিকা নির্ধারণ হবে। কোডিং পদ্ধতির ফলে কোন ধরনের দুর্নীতির সুযোগ এখানে নেই।